মেহেরপুর জেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের দ্বি-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মউকের উদ্দোগে মেহেরপুর জেলা জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের দ্বি-মাসিক সমন¦য় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ শনিবার সকাল ১০ টার সময় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা পরিষদের সদস্য মোছাঃ শামিমা আক্তার হিরার সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম।

এসময় নারী ও শিশু নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ আজিমুল বারি (মুকুল), সাবেক প্যানেল মেয়র মোঃ নবীরউদ্দিন, বিশিষ্ট সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম এবং নারী নেত্রী মোছাঃ জাকিয়া আক্তার আল্পনা সহ আরো অনেকে।

সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাহিমা আখতার। মেহেরপুর জেলার বর্তমান পারিবারিক সহিংসতা সহ নারী ও শিশু নির্যাতনের উপর বিভিন্ন তথ্য বহুল আলোচনা করে সকল ধরনের নির্যাতিতদের পাশে থেকে এই কমিটি কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা আখতার ও মেহেরপুর জেলা জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের সম্মানিত সদস্যগণ।

মেহেরপুরে খুচরা সার বিক্রেতা

সামতির আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিসিআইসি সার ডিলারদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হন বিক্রেতারা।

শনিবার দুপুরে মুজিবনগর পর্যটন মোটেলে সংগঠনের সভাপতি শাহিনুল ইসলাম শাহীনের সভাপতিত্বে আলোচনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শিল্প ও বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল।

সোহরাভ হোসেনের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মমতাজ উদ্দিন, জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও গাংনী খুচরা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তৌহিদ মুর্শেদ অতুল, সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা শাখারণ সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য খাজা মইনুদ্দিন লিটন, আবুল বাশার, আব্দুল বারী, সাজ্জাদুর রহমান।

শাহিনুল ইসলাম শাহীন বলেন, বিসিআইসি ডিলার ষড়যন্ত্রে খচুরা সার বিক্রেতা সমিতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। খুচরা ব্যবসায়ীদের সরকার লাইসেন্স দিয়েছে কিন্তু ডিলারদের কারণে আমরা ব্যবসা করতে পারি না। আপনারা নিয়মের মধ্যে থেকে ব্যবসা করবেন। কোন ডিলার যদি অনিয়ম করে আপনারা প্রতিবাদ করবেন। আপনাদের সঙ্গে সংগঠণ থাকবে।

তৌহিদ মুর্শেদ অতুল বলেন, দেশের মানুষের খাদ্য ঘাটতি যাতে না হয়, সেজন্য এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখা যাবে না। খুচরা সার বিক্রেতারা বিসিআইসি ডিলারদের মাধ্যমে পদে পদে বাধাগ্রস্থ হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্য আরিফুল এনাম বকুল বলেন, খুচরা সার বিক্রেতাদের অধিকার আদায়ে ব্যবসায়ী নেতাদের পক্ষ যা করার চেম্বার অব কমার্স থেকে করা। জেলা প্রশাসনের প্রতি আহবান জানায় খুচরা বিক্রেতাদের অধিকার নিয়ে যাতে ডিলাররা কোন ধরণের পক্ষপাত না করে।

জেলার দেড় শতাধিক খুচরা সার ব্যবসায়ী এ সভায় অংশ নেন।

[redacted]

[redacted]

সেন্টু সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) নাগরিক প্রকল্পের সদস্যরা ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগী সংগঠন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের অর্ধশতাধিক ইয়ুথ লিডার। অনুষ্ঠানে সুচনা হয়েছিল জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে। পরবর্তীতে নাগরিক অলিম্পিয়াড এ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার, লোগো সম্বলিত গেঞ্জি ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্মার্ট বাংলাদেশ গঠণে যোগ্য, দক্ষ ও যুগোপযোগী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। শপথ বাক্য পাঠ পর্ব পরিচালনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম। অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫০ জন শিক্ষার্থী।

গাংনীর তেঁতুলবাড়ীয়ায় পিএসকেএসের স্বাস্থ্য ক্যাম্প

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়ায় পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ে সমৃদ্ধি কর্মসুচির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

শনিবার দিনব্যাপী তেঁতুলবাড়ীয়ায় পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির (পিএসকেএস) উদ্যোগে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) অর্থায়নে গাইনী, মেডিসিন ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ইউনিয়নের ৪১ জন গাইনী, ৬১ জন মেডিসিন এবং ১৮৯ জন চক্ষু রোগীসহ ২৯১ জন রোগীকে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, এসডিও,

সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারি মোঃ জামিদুল ইসলাম, পিএসকেএসের সভাপতি রমজান আলী স্বাস্থ্য ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তালিকার তারতম্য

এখন বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি।

ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধিপাচ্ছে এসব পণ্যের মূল্য। কোন কোন পণ্যের মূল্য দ্বিগুণ, তিনগুণ বেড়েছে। গত কয়েকমাস ধরে এসব পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে চরম বিপাকে পড়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ।

শ্রমজীবীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। চাল, ডাল, ডিম, চিনি ও তেলসহ প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম এখন আকাশচুম্বী। সাধ্যের বাইরে মুরগি, গরু ও খাসির গোশত।

এ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের সাপ্তাহিক পাইকারি ও খুচরা বাজার দরের তারতম্যের চিত্র নিম্নরুপ। গতকাল শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সহ গত এক সপ্তাহে সরজমিনে মেহেরপুর শহরের পাইকারি ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু পণ্যের মূল্য তালিকায় বিগত সপ্তাহের তুলনায় তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে।

মেহেরপুর বড় বাজারে, মোটা চাল পাইকারি মূল্য ৪৮ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধান অপরিবর্তিত রয়েছে। মাঝারি চাল পাইকারি মূল্য ৫৬ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫৮ টাকা কেজি,এক সপ্তাহের ব্যবধান অপরিবর্তিত রয়েছে।

সরু চাল পাইকারি মূল্য ৬০ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৬৪-৬৫ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় ২-৩ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলু পাইকারি বিক্রয় মূল্য ৪১ টাকা ও খুচরা মূল্য ৫০ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারী বাজারে ৫ টাকা কমলেও খুচরা মূল্য

অপরিবর্তিত রয়েছে।

দেশি পেঁয়াজ পাইকারি মূল্য ৯৫ টাকা ও খুচরা মূল্য ১০৫ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে উভয় বাজারে পেঁয়াজের মূল্য ১৫ টাকা হ্রাস পেয়েছে। এল সি পেয়াজ পাইকারি মূল্য ৮৫ টাকা ও খুচরা মূল্য ১০৫ টাকা কেজি দ্বরে বিক্রি হচ্ছে । গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারি বাজারে ৫ টাকা কমলেও খুচরা মূল্য গত সপ্তাহের তুলনায় আরো ৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিম পাইকারি মূল্য ১২০ টাকা ডজন ও খুচরা মূল্য ১৩২ টাকা ডজন। এক সপ্তাহের ব্যবধানে মূল্য প্রায় ১৫ টাকা হ্রাস পেয়েছে। ব্রয়লার মুরগির পাইকারি মূল্য ১৬০ টাকা ও খুচরা মূল্য ১৭০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহে ১০ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

মেহেরপুরে লাঙ্গল চষতে চান চান ৩ জন

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে জাতীয় পার্টির দলীয় মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন তিনজন।

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের জন্য ১ জন এবং মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের জন্য ২ জন।

আজ বৃহস্পতিবার দলীয় মনোনয়ন সংগ্রহের শেষ দিনে দলীয় কার্যালয় থেকে মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের (গাংনী) জন্য মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেন কিতাব আলী।

ইতোপূর্বে গতকাল বুধবার দলীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) জন্য আব্দুল হামিদ এবং মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের (গাংনী) জন্য মোঃ আব্দুল বাকী।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে রিক্সা ও ইজিবাইকের ব্যাটারি চুরির হিড়িক

মেহেরপুরে আশঙ্কাজনক ভাবে বেড়েছে ব্যাটারি চালিত রিক্সা, ভ্যান ও ইজিবাইক থেকে ব্যাটারি চুরির ঘটনা। নানা ভোগান্তির অজুহাতে থানায় অভিযোগ করতে ভুক্তভোগীদের অনীহা।

গত এক মাসে মেহেরপুর পৌর শহরের মিয়া পাড়া থেকে মনিরুল ইসলাম, হাসমত, মজিবর ও জনি নামের রিকশাচালক, ভ্যান চালক বাবু এবং ইজিবাইক চালক ইজিল সহ মোট ৬ জনের বাড়ি থেকে তাদের বাহনের ব্যাটারি খুলে নিয়ে গেছে সঙ্ঘবদ্ধ চোরেরা। জানা গেছে প্রত্যেকের রিক্সার চারটি ব্যাটারির মধ্যে দুইটি করে চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা।

মেহেরপুরের মল্লিক পাড়ার দবিরের মোড় এলাকার কয়েকজন রিক্সা চালক জানান মাস খানেক আগে মেহেরপুরের গোরস্থান পাড়ায় এক রিকশা চালকের রিকশা থেকে চারটি ব্যাটারিই চুরি করে নিয়ে যায় চোর চক্র। দিঘির পাড়া থেকে খাইরুল নামের এক রিকশা চালকের ব্যাটারি চালিত রিকশাটিই চুরি হয়ে গেছে রাতের আধারে।

এছাড়াও বিগত কিছুদিন যাবত বেড়েছে ইজিবাইক চুরি ও ছিনতাই এর ঘটনা। সম্প্রতি মেহেরপুরে ঘটে যাওয়া কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের সাথে ইজিবাইক ছিনতাইয়ের যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছিল।

মেহেরপুর জেলা অটো মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘জেলাতে সমিতির তালিকাভুক্ত প্রায় ২ হাজার ৭০০ জন ইজিবাইক চালক রয়েছেন। সমিতির বাইরেও মেহেরপুরে চলে আরো অসংখ্য ইজিবাইক। যাদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব সমিতির জানা নেই।’

গোলাম মোস্তফা আরো বলেন, ‘বিগত কয়েক মাসে আমার জানামতে মেহেরপুর জেলা থেকে দশটার অধিক ইজিবাইক চুরি হয়েছে। এরমধ্যে ইজিবাইক মালিক সমিতি শামীম ও সামাদ নামের দুই ইজিবাইক মালিকের ইজিবাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। কয়েকদিন আগে দক্ষিন শালিকা গ্রামের বাহারুলের ছেলে অটোচালক আকাশ অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে তার ইজিবাইকটি খোয়াই। চারদিন পর আকাশের জ্ঞান ফিরেছিলো। মাস ছয়েক আগে হানিফ নামের এক অটোচালক মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কাটাই খানার সামনে থেকে তার ইজিবাইক খুইয়েছেন।

ঘটনাগুলোতে নিয়ে মেহেরপুর সদর থানা ও মুজিবনগর থানায় অভিযোগ ও সাধারণ ডায়েরি করলেও ইজিবাইক গুলি এখনো উদ্ধার হয়নি।

রিকশা চালকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে ব্যাটারি হারালেও তারা থানায় কোন অভিযোগ করেননি। থানায় অভিযোগ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, অভিযোগ করতে গেলে আগেই ৫০০ টাকা দেয়া লাগে, এরপরও কোন উদ্ধার হয় না। এজন্যই তারা অভিযোগ না করে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোন করে নতুন ব্যাটারি কিনেছেন।

মিয়া পাড়ার অধিবাসী ভুক্তভোগী রিক্সা চালক মনিরুল ইসলাম (মনি) বলেন, ‘সারাদিন রিক্সা চালিয়ে রাতে নিজ বাড়িতে রিক্সা চার্জ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে উঠে দেখি চারটি ব্যাটারির মধ্যে দুইটি ব্যাটারিই চোরে নিয়েগেছে। রিকশা চালিয়ে সারাদিন যা আয় করি তা দিয়েই কোনরকমে সংসার চালাই। ব্যাটারি হারানোর পর নিরুপায় হয়েই সমিতি থেকে লোন করে ২৭ হাজার টাকা দিয়ে নতুন ব্যাটারি কিনেছি। ‘

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ কামরুল আহসান বলেন, ‘থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে কোন খরচ হয়না। দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ভুক্তভোগীদের পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ। ভুক্তভোগীরা সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ করলে তার প্রেক্ষিতে পুলিশ অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে।’

মেহেরপুরের দরবেশপুরে মসজিদ পুনঃ নির্মাণে গ্রামবাসীর উচ্ছাস

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পুনঃ নির্মাণ হচ্ছে মেহেরপুর সদরের নতুন দরবেশপুর জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নতুন দরবেশপুর জামে মসজিদটি তৈরি হয় ১৯১০ সালে সেটি ১৯২৮ সালে ইমারত নির্মাণ হয় এবং ১৯৮৬ সালে মসজিদটির সংস্কার কাজ করা হয়। ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে

মুসল্লিদের জায়গার সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। মসজিদ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২০ সালে ভাঙ্গা হয় পুরাতন মসজিদ টি। পরবর্তীতে মসজিদের ইমাম নিয়োগকে কেন্দ্র করে বাধা পড়ে নির্মাণ কাজের। সেই থেকেই বন্ধ হয়ে যায় নির্মাণ কাজ। শুরু হয় জটিলতা এ নিয়ে কয়েক দফা আলোচনায় বসেও সুরাহা হয়নি।

পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে দেন দরবার শুরু হয় উপর মহলে। সকল জল্পনা- কল্পনা ও জটিলতার অবসান ঘটিয়ে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর হস্তক্ষেপে বারাদি ইউপি চেয়ারম্যান পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান সহকারি কমিশনার ভূমি মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও গ্রামবাসীর আলোচনায় সকল জটিলতার অবসান ঘটে। শুরু হয়েছে নতুন দরবেশপুর জামে মসজিদের পুনরায় নির্মাণ কাজ। পূর্বের জায়গাতেই মসজিদ নির্মাণে গ্রামবাসীর মনে এখন আনন্দের ছাপ। বাপ দাদার রেখে যাওয়া স্থানে মসজিদটি পুনরায় নির্মাণ হওয়াতে আনন্দিত গ্রামবাসী।

এ বিষয়ে মসজিদ কমিটির সভাপতি গোলাম কিবরিয়া বলেন মসজিদটি পুনরায় একই স্থানে নির্মাণ হওয়াতে আমরা আনন্দিত।

মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার কবির সাজু বলেন- মসজিদটি নির্মাণ করা ছিল আমাদের প্রাণের দাবি, জটিলতা নিরসনে যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মসজিদের নিয়মিত মুসল্লী শাহাদত হোসেন বলেন- মসজিদের নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকার ফলে আমরা চাটাই ঘেরা ঘরে নামাজ আদায় করছি, মসজিদটি নির্মাণ হওয়াতে আমরা অনেক আনন্দিত।

সাইদুর রহমান বলেন- আমরা একটি মডেল মসজিদ হিসাবে গড়ে তুলব এজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

৭২ আসনে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]